Avj wnRve

kv‡qL gnv¤§` Beb mwjn Beb DmvBgxb

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। আমরা তার প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি কাজ কর্ম ও অন্তরের অনিষ্টতা থেকে তাঁর আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হেদায়েত দেন তাকে কেউ পথহারা করতে পারে না। আর যাকে গোমরাহী করেন তাকে কেউ সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না। সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি ছাড়া কোন বিধান দাতা নেই, তার কোন অংশীদার নেই, মুহাম্মদ (সা) তার প্রিয় বান্দা ও রাসূল, লাখো-কোটি দুরুদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত মহানবী (সা), তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরাম এবং যারা উত্তমভাবে তার আনীত বিধানের পাবন্দি করেন তাদের প্রতি। অতঃপর কথা হলো ঃ

আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ (সা) কে হেদায়েত ও সত্য দীন সহকার প্রেরণ করেছেন। তিনি মানব জাতিকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনবেন-প্রশংসিত, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পথে বের করে আনবেন। আল্লাহ তাকে তাঁর দাসত্বের বাস্তবায়নের জন্যে প্রেরণ করেছেন। আর দাসত্ব হলো তার আদেশাবলী পালন ও নির্দেশাবলী বর্জন করতঃ পরিপূর্ণভাবে তার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা এবং এসব কিছুকে কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনার উপর প্রাধান্য দেওয়া।

মহান আল্লাহ তাকে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর পূর্ণতাদানকারী, সকল প্রকার উপায়-উপকরণ প্রয়োগের মাধ্যমে এ পথে আহবানকারী, খারাপ চরিত্র বিনাশ সাধনকারী ও তার থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাই তাঁর আনীত শরীআ'ত সার্বিকভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। এই শরীআ'তের পূর্ণতা ও সুবিন্যস্তকরণের জন্যে কোন মানুষের প্রয়োজন নেই। এই শরী'আত সর্বজ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়-আল্লাহর পক্ষ থেকে আনীত। বান্দার জন্যে যা কল্যাণকর সে ব্যাপারে তিনি সর্বাধিক অবগত এবং তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

যে মহৎ গুনাবলী নিয়ে রাসুল (সা) এ ধরাধামে আগমন করেছেন লজ্জাশীলতা তন্মধ্যে অন্যতম একটি। রাসুল (সা) লজ্জাশীলতাকে ঈমানের শাখা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শরয়ী ও প্রথাগতভাবে আদিষ্ট লজ্জাশীলতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে নারীর লজ্জাশীলতা এবং জন্মগত স্বভাব চরিত্র তাকে ফিতনা ও সন্দেহের স্থান থেকে দুরে রাখে। একজন নারীর মুখমন্ডল ও শরীরের অন্যান্য আকর্ষণীয় স্থানসমূহ ঢাকার মাধ্যমে পর্দা করা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় লজ্জাশীলতার পরিচায়ক। তাই নারী তা পালন করা এবং এ ভূষণে নিজেকে ভূষিত করবে। এর মাধ্যমে সে নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে পারবে। পারবে ফিতনার স্থান থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে।

ওহী-রিসালাত নাযিলের দেশে, শালীনতা ও লজ্জালীতার এই পূর্ণভূমিতে লোকজন এ সকল বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নারীরা বড় চাদর কিংবা এজাতীয় পোশক পরিধান করে ঘর থেকে পর্দাসহকারে বের হতো। তারা গায়ের মুহরিম পুরুষদের সাথে মিশত না। আল হামদুলিল্লাহ, সৌদি আরবের প্রায় সকল শহরে-নগরে বর্তমানে সেই একই অবস্থা বিরাজ করছে। তবে যারা পর্দা করেনা, বেপর্দা যাদের কাছে কোন সমস্যা বলে মনে হয় না, তারা এ বিষয়ে অনেক কথা, অনেক দর্শন দিয়েছেন, ফলে কতক লোকজন হিজাব ও মুখমন্ডল

ঢেকে রাখার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে বলতে শুরু করেছে যে পর্দা করা কি ওয়াজিব না মুস্তাহাব? নাকি ঐতিহ্য ও প্রথাগতভাবে অনুসৃত কোন কিছু, যার উপর সত্ত্বাগতভাবে না ওয়াজিব, না মুস্ত াহাবের হুকুম বর্তায়? এই সন্দেহ সংশয়ের নিরসন ও প্রকৃত সত্য উদঘাটনের লক্ষ্যে কলম ধরতে যাচ্ছি, যাতে উপরোক্ত বিষয়ে বিধান দেওয়া সহজ হয়। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যেন তিনি সত্যকে স্পষ্ট করে দেন এবং আমাদেরকে ঐ সকল হাদী ও হেদায়তপ্রাপ্তদের কাতারে শামিল করেন যারা সত্যকে সত্য জেনে অনুসরণ করার ও মিথ্যাকে মিথ্যা জেনে বর্জন করেছেন। একথা বলে আল্লাহর তাওফীক কামনা করে আমার আলোচনা শুরু করছি

প্রথমঃ পর্দা (হিজাব) ওয়াজিব সম্পর্কিত প্রমাণাদি

মুসলমানদের একথা জানা দরকার যে, গায়র মুহরিম পুরুষদের থেকে নারীর পর্দা ও মুখমন্ডল ঢেকে রাখা ফরজ। কুরআন, সুন্নাহ, বিশুদ্ধ বিবেচনা ও কিয়াস দ্বারা এর আবশ্যকতা প্রমাণিত।

পর্দা সর্ম্পকিত আল কুরানের দলিল

আল্লাহ বলেনঃ হে রাসূল (সা), মু'মিনদেরকে বলুন- তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা আন্ নূর ৩০-৩১)

উল্লেখিত আয়াত দু'টিতে গায়র মুহরিম পুরুষ থেকে নারীর পর্দা ফরজ হওয়া বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে প্রমাণিত ঃ

১। আল্লাহ মুমিন নারীদের লজ্জাস্থান হিফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। লজ্জাস্থান সংরক্ষণ সম্পর্কিত নির্দেশটি লজ্জাস্থান হেফাজতের উপায় উপকরণকেও শামিল করে। মুখমন্ডল ঢেকে রাখা লজ্জাস্থান হেফাজতের অন্যতম একটি উপায়। এ ব্যাপারে কোন বিবেকবান ব্যক্তির সন্দেহ থাকতে পারেনা। কারণ মুখ খোলা রাখলে তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি চলে যায়, তার সৌন্দর্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং এর মাধ্যমে স্বাদ আস্বাদন করে। অতঃপর সে তার কাছে যায়, তার সাথে মিলিত হয়। হাদীস শরীফে এসেছেঃ দু'চোখ যিনা করে। তাদের যিনা হলো নজর দেওয়া। আর লজ্জাস্থান একে হয় সত্য বলে গ্রহণ করে, নয় মিথ্যা বলে বর্জন করে। তাই মুখমন্ডল ঢাকা লজ্জাস্থান হেফাজতের অন্যতম মাধ্যম হওয়ার কারণে এ অঙ্গটি ঢেকে রাখা ফরজ।

২। আল্লাহর বাণী "আর তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে" খিমার বা ওড়না হলো যার দ্বারা নারী তার মাথা এবং মুখ ঢেকে রাখে যেমন ঘোমটা। সে যেভাবে ওড়না দ্বারা বক্ষ ঢাকার ব্যাপারে আদিষ্ট, তেমনি মুখমণ্ডল ঢাকার ব্যাপারেও আদিষ্ট। কারণ নারীর যখন বক্ষ ও গলা ঢাকা ফরজ, তখন মুখ ঢাকার বিষয়টি অতিউত্তম ভাবেই ফরজ সাব্যস্ত হয়। কারণ চেহারা হলো সম্মোহন ও সৌন্দর্যের লীলাভূমি। মানুষ কারো সৌন্দর্য জানতে চাইলে তার চেহারা সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করে। চেহারা সুন্দর হলে তারা অন্যকিছুর দিকে গুরুত্বের সাথে তাকায় না। তারা বলে ঃ অমুকের বেটী সুন্দরী। একথার দ্বারা তারা কেবল চেহারা সুন্দর হওয়ার কথাই বুঝায়। তাই চেহারা হলো দেখাশুনাসহ সবদিক বিবেচনায় সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু। বিষয়টি যদি তাই হয়ে থাকে তবে ইসলামী শরীআত বক্ষ ও গলা ঢাকার নির্দেশ দিবে আর মুখমন্ডল উন্মুক্ত রাখার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করবে এরূপ বুঝা কি সঠিক হবে?

৩। আল্লাহ তায়ালা সাধারণভাবে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। তবে যা সাধারণত প্রকাশমান, সে সৌন্দর্য ব্যতীত। পরিধেয় বস্ত্রের সৌন্দর্যের ন্যায় এ সৌন্দর্য অত্যাবশ্যকীয়ভাবে প্রকাশ পায়। একারণেই আল্লাহ বলেছেন, "তবে যা সাধারণত প্রকাশমান তা ব্যতীত" আল্লাহতায়ালা এভাবে বলেননি যে, অর্থৎ তারা সৌন্দর্য থেকে যা প্রকাশ করে। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে কতিপয় নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্যের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। একথা প্রমাণ করে যে দ্বিতীয় সৌন্দর্য প্রথম সৌন্দর্য নয়। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের সৌন্দর্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথম প্রকারের সৌন্দর্য হলো এমন বাহ্যিক সৌন্দর্য যা সকলের সামনে প্রকাশ পায়, যা গোপন করা সম্ভব হয় না। আর দ্বিতীয় প্রকারের সৌন্দর্য হলো এমন গোপন সৌন্দর্য যা বিশেষ কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয নয়। এই প্রকার সৌন্দর্যের স্রষ্টা

আল্লাহ হতে পারেন। যেমন মানুষের চেহারা, কিংবা মানুষও হতে পারে যেমন আভ্যন্তরীণ পোশাকের সৌন্দর্য, যা দ্বারা নারী নিজেকে সজ্জিত করে। যদি এই সৌন্দর্য প্রদর্শন সবার সামনে জায়েয হতো তবে এব্যাপারে প্রথমে সাধারণ হুকুম এবং দ্বিতীয় বার বিশেষ হুকুম আরোপ করা হতো না।

৪। কতিপয় ব্যক্তির সামনে নারীর গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে। তারা হলো যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, তারা শুধু খেদমতে রত থাকে, নারীর গোপন সৌন্দর্যের ব্যাপারে কিছুই অবগত নয় এবং এমন বালক যার মধ্যে এখনও কুপ্রবৃত্তির তাড়না, কামনা-বাসনা জাগ্রত হয় না এবং নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ।

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা নিম্নোক্ত দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। তাহলো ঃ

প্রথমতঃ গোপন সৌন্দর্য উল্লেখিত দুই শ্রেণীর লোক ব্যতীত অন্য কারো সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়।

দ্বিতীয়তঃ এ বিধান আরোপের কারণ ও ভিত্তি হলো নারী ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফিতনার আশংকা। এতে কারো সন্দেহ নেই যে চেহারা হলো সৌন্দর্যের মোহনা এবং ফিতনার কেন্দ্রবিন্দু। তাই তা ঢেকে রাখা ফরজ। মুখমন্ডল ঢেকে চলাফেরা করলে চালাক চতুর, বুদ্ধিমান লোকেরা তাদের প্রতি যৌন লোলুপতায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে না।

৫। আল্লাহর বাণী "তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্যে জোরে পদচারণা না করে"। অর্থাৎ নারী এমনভাবে হাটবে না যাতে তার পায়ের মল বা পায়ে পরিহিত অন্যান্য গহনারাজি সম্পর্কে মানুষ জেনে ফেলে। নারীর পায়ে পরিহিত মল, নূপুর ইত্যাদি গহনার আওয়াজে পুরুষের ফিতনার ভয়ে তাকে স্বজোরে পা ফেলে চলতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে কিরূপে মুখ খোলা রাখা তার জন্য জায়েয হবে?

পুরুষ এমন কোন নারীর পায়ের মল বা নূপুরের আওয়াজ শুনলো যার সম্পর্কে, যার সৌন্দর্য সম্পর্কে সে কিছুই ভাবে না। সে কি ষোড়শী যুবতী না অতিশয় বৃদ্ধা, নাকি সুন্দরী রমণী না কুৎসিত-কদাকার তার কিছুই জানে না। অন্যদিকে সে একজন সুন্দরী নারীর দিকে দৃষ্টি দিল, যার চেহারায় তারুণ্য, সজীবতা, সৌন্দর্যতা ও কমনীয়তা টগবগ করছে-এ যেন এক অস্পরা। যে তাকে ফিতনার দিকে তাড়িত করে এবং তার দিকে আবার দৃষ্টি দিতে আহ্বান করে। এই দুটি ফিতনার মধ্যে কোনটি অতি মারাত্মক? যে সকল পুরুষের নারী সম্পর্কিত বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে তারা অবশ্যই জানেন যে উল্লেখিত দুটি ফিতনার মধ্যে কোনটি মারাত্মক এবং কোন অঙ্গটি সর্বাগ্রে ঢেকে রাখার দাবিদার।

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ

“বৃদ্ধ নারী যারা বিবাহের আশা রাখেনা, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে। তাদের জন্য দোষ নেই, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সবর্জ্ঞ”। (সূরা আন নূর-৬০)।

আল কুরআনুল কারীমের উল্লেখিত আয়াতে যুক্তির দিকটি হলো ঃ যে সকল বৃদ্ধানারী বয়সের আধিক্যতা ও তাদের প্রতি পুরুষদের আকর্ষণ না থাকার কারণে বিবাহের ইচ্ছা করে না। আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল বৃদ্ধার কাপড় খুলে রাখার ব্যাপারে গুনাহ্ না হওয়ার কথা বলেছেন। তবে এশর্তে যে তারা এর মাধ্যমে সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না। এখানে জানা আবশ্যক যে কাপড় খুলে রাখার অর্থ এই নয় যে তারা একবারে উলঙ্গ হয়ে থাকবে। বরং এখানে কাপড় খুলে রাখা দ্বারা এমন কাপড় খোলা উদ্দেশ্য যা তনুত্রাণ এবং এ ধরনের অন্যান্য বস্তুর উপর থাকে, যা অধিকাংশ সময় উন্মুক্ত রাখা হয়। যেমনঃ মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয়। বৃদ্ধা নারীদেরকে যে পোষাক খোলার ব্যাপারে শিথিলতার হুকুম আরোপ করা হয়েছে, তা হলো এমন বড় পোশাক যা দ্বারা সারা শরীর ঢেকে যায়। এসকল বৃদ্ধা নারীর সাথে উল্লেখিত হুকুম নির্দিষ্টকরণ প্রমাণ করে যে, যে সকল যুবতী নারীরা বিবাহের কামনা করে তারা এবিধানের ক্ষেত্রে তাদের বিপরীত করবে। যদি এ হুকুমটি কাপড় খোলা ও তনুত্রাণ বা এজাতীয় অন্য কিছু পরিধান জায়েযের ব্যাপারে সকলকে শামিল করত তাহলে উল্লেখিত হুকুমটি বৃদ্ধানারীদের সাথে খাস করা অসার ও অযৌক্তিক হতো।

যে যুবতী মেয়েরা বিবাহের কামনা করে তাদের উপর হিজাব ফরজ হওয়ার আরেকটি দলীল হলো, আল্লাহ তায়ালার এই বাণী। নারীর রূপসজ্জা, তার সৌন্দর্যের প্রকাশ, তার সৌন্দর্যে ব্যাপারে পর পুরুষদেরকে অবহিতকরণ এবং সৌন্দর্যের প্রশংসা ইত্যাদি আরো অনেক কিছু মুখমন্ডল উন্মুক্ত রেখে চলাফেরার কারণেই সে ইচ্ছা করে থাকে। অধিকাংশ সময় তাদের থেকে এটাই ঘটে থাকে। কতেকের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। কিন্তু ব্যতিক্রম অবস্থা দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত করা যায় না।

তৃতীয় প্রমাণঃ

আল্লাহর বাণীঃ “হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিন স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে খুব কমই চেনা যাবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দায়ালু।” ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা মুমিন নারীদেরকে প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মাথার উপর দিয়ে বড় চাদর দ্বারা মুখমন্ডল ঢেকে এক চোখ খুলে রাখার নির্দেশ দেন। সাহাবায়ে

কেরামের তাফসীর হুজ্জাত বা দলীল। কতেক ওলামায়ে কিরামের মতে সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য মারুফ হাদিসের হুকুমের আওতাধীন।

আর ইবনে আব্বাসের বাণী এক চোখ খোলা রাখবে। পথ চলার রাস্তা দেখার প্রয়োজনে এই শিথিলতার হুকুম দেওয়া হয়েছে। বিনা প্রয়োজনে চোখ খোলার দরকার নেই।

জিলবাব ঃ জিলবাব হলো ওড়নার চেয়ে বড় এক ধরনের চাদর। পুরুষদের পোশাক "আবা" (এক ধরনের ঢিলে-ঢালা পোশাক) এর মত। হযরত উম্মু সালামা (রা) বলেন, জিলবাব সংক্রান্ত উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আনসারী মহিলাগণ কালো কাপড় পরিধান করে এত ধীরস্থির ও নীরবে বাড়ি থেকে বের হতো যেন তাদের মাথার উপর কাক বসে আছে। উবাইদা আস-সালমানী ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত ঃ মুমিন নারীগণ মাথার উপর দিয়ে বড় চাদর দেহের উপর এমনভাবে ঝুলিয়ে দিত যে পথ চলার রাস্তা দেখার জন্য চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যেত না।

চতুর্থ প্রমাণ

আল্লাহর বাণীঃ নবী-পত্নীগণের জন্যে তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, নারী এবং অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে গুনাহ নেই। নবী-পত্নীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। (আল আহযাব - ৫৫)

ইমাম ইব্ন কাসীর (রহ) বলেন আল্লাহ তায়ালা গায়র মুহরিম পুরুষ থেকে নারীদেরকে পর্দার আদেশ দেওয়ার পর বললেন এ সকল আত্নীয়-স্বজনদের (আয়াতেবর্ণিত) থেকে পর্দা আবশ্যক নয়। যেভাবে সূরা আননূরের নিম্নোক্ত আয়াত এবং "তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র ....তাদের ব্যতীত ও অন্য কারো কাছে সৌন্দর্য প্রকাশ না করে" দ্বারা তাদের (আত্নীয়-স্বজন) থেকে পর্দা আবশ্যক নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-কুরআনের উল্লেখিত চারটি যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা গায়র মুহরিম পুরুষদের থেকে নারীর পর্দার আবশ্যকীয়তা জানা যায়। প্রথম আয়াতটি পাঁচ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্দা ফরজের যুক্তিপ্রমাণকে শামিল করেছে।

সুন্নাহ ভিত্তিক দলীল রাসূল (সা) থেকে পর্দা ফরজ সম্পর্কিত একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদিস নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

প্রথমঃ রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে তার দিকে দৃষ্টি দিলে তোমরা গুনাহগার হবে না। সে তো কেবল তার দিকে বিবাহের প্রস্তাবের কারণেই দৃষ্টি দিয়েছে। যদিও মেয়েটি তা জানে না। হাদিসটি

ইমাম আহমাদ (রহ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ এ হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সবাই সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য।
হাদীস থেকে উদ্ভুত প্রমাণের দিক ঃ রাসূল (সা) বিবাহের প্রস্তাবের নিয়তে বর কর্তৃক কনের দিকে দৃষ্টি দেওয়াতে গুনাহ হবে না বলে উল্লেখ করেছেন। একথা প্রমাণ করে যে বাগদত্ত ব্যতীত অন্য কেউ গায়র মুহরিম নারীর দিকে দৃষ্টি দিলে সর্বাবস্থায় গুনাহগার হবে। অনুরূপভাবে বাগদত্ত যদি বিবাহের প্রস্তাব ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কোন মেয়ের দিকে তাকায়, যেমন দৃষ্টিদানের মাধ্যমে জৈবিক স্বাদ উপভোগ করা। তাহলে বাগদত্তও গুণাহগার হবে।

যদি বলা হয় ঃ বাগদত্ত কিসের দিকে দৃষ্টি দিবে হাদীস শরীফে তা উল্লেখ নেই। তাই বাগদত্তার বক্ষ ও গলার দিকে দৃষ্টি দেওয়া উদ্দেশ্য হতে পারে।

উস্থাপিত প্রশ্নের জবাব ঃ একথা সর্বজনবিদিত যে সৌন্দর্যের পূজারী বাগদত্তের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সৌন্দর্যের লীলাভূমি মুখমন্ডলের সৌন্দর্য। অন্যসব সৌন্দর্য চেহারার অনুগামী। অধিকাংশ সময় এসব সৌন্দর্যের ইচ্ছা করা হয়না। বাগদত্ত কেবল কনের চেহারার দিকে তাকান। নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যের পূজারী হওয়ার কারণে এটাই সত্ত্বাগত উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় ঃ রাসূল (সা) নারীদেরকে ঈদগাহে যেতে আদেশ দেন। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল আমাদের একজনের জিলবাব (বড় চাদর) নেই। তার কি উপায় হবে? রাসূল (সা) বললেন ঃ সে যেন তার বোন থেকে জিলবাব ধার নিয়ে পরিধান করে (বুখারী, মুসলিম)।

উল্লেখিত হাদিসটি প্রমাণ করে যে, মহিলা সাহাবীগণ জিলবাব পরিধান করা ছাড়া ঘর থেকে বের হতেন না। এটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তাই জিলবাব না থাকার কারণে গৃহ থেকে বের হওয়া সম্ভব হয়নি। এ কারনে রাসূল (সা) তাদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর তারা এ সমস্যার কথা উল্লেখ করলো। যার জিলবাব নেই সে তার বোন থেকে জিলবাব ধার নিয়ে ঈদগাহে আসবে। এ কথার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান দেন। নারী-পুরুষ সবাই ঈদগাহে যাওয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি নারীদেরকে জিলবাব পরিধান না করে ঈদগাহে আসার অনুমতি দেননি। তাহলে জিলবাব পরিধান না করে অনাদিষ্ট নিষিদ্ধ ও অপ্রয়োজনীয় কাজে উপরন্তু বাজারে গমন, গায়র মুহরিম পুরুষদের সাথে মাখামাখি ও খোশগল্পে মেতে উঠা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে কিভাবে তাদেরকে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে? জিলবাব পরিধান সম্বলিত নির্দেশ দ্বারা পর্দার আবশ্যকীয়তা প্রমাণিত হয়। (আল্লাহ অধিক অবগত)।

তৃতীয় ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল ফজরের সালাত আদায় করতেন। মুসলিম নারীরা নিজেদের চাদরাবৃত করে তার সাথে সালাতে অংশগ্রহণ করত। সালাত

শেষে তারা বাড়ি ফিরে যেত। অন্ধকারের কারণে কেউ তাদেরকে চিনত না। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা নারীদের যে অবস্থা দেখছি যদি রাসূল (সা) তা দেখতেন তবে অবশ্যই নারীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন। যেভাবে বনি ইসরাঈলের মহিলাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। (বুখারী, মুসলিম)।

হাদিস থেকে গৃহীত যুক্তি প্রমাণ

১। পর্দার বিধান মেনে চলা মহিলা সাহাবীদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তারা কল্যাণ ও সম্মানিত যুগের অধিবাসী ছিলেন। সে যুগ ছিল আদব-আখলাকে সুউচ্চ, ঈমান ও সৎকর্মে পরিপূর্ণ। তারা আমাদের আদর্শ যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং সন্তুষ্ট হয়েছেন ঐ সকল লোকের প্রতি যারা উত্তমভাবে তাদের অনুসরণ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এরং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন কাননকুঞ্জ যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা"। তাই মহিলা সাহাবীদের অনুসৃত পথ পরিত্যাগ করে অন্যপথ গ্রহণ করা কি আমাদের জন্যে সমীচীন হবে? অথচ সে পথের অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আর আল্লাহ তো বলেছেন ঃ "যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার কাছে সরল-সঠিক পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা কতইনা নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থল।"

১। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) (তারা আল্লাহর দীনের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতায় এবং মানুষকে উপদেশদানে কতইনা চমৎকার ছিলেন) বর্ণনা করেন, নারীদের যে অবস্থা আমরা দেখছি, যদি রাসূল তা দেখতেন, তাহলে অবশ্যই নারীদেরকে মসজিদে আসা থেকে নিষেধ করতেন। সেই সম্মানিত জামানায় নারীদের অবস্থা রাসূল (সা) এর যুগ অপেক্ষা এত বেশি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল যার কারণে তাদেরকে মসজিদে আসা থেকে নিষেধ করার দাবি উঠেছিল। তাহলে তের শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পর আমাদের এ যুগে নারীর অবস্থা কি হবে, যেখানে কাজের পরিধি ব্যাপকতা লাভ করেছে, লজ্জা-শরম হ্রাস পেয়েছে এবং অধিকাংশ মানুষের হৃদয়ে ধর্মীয় দুর্বলতা দেখা দিয়েছে?

হযরত আয়েশা ও ইবনে মাসউদ (রা) পরিপূর্ণভাবে শরয়ী রচনাবলী অনুধাবন করেছিলেন। তাদের মতে যে কারণে ভয়ের সৃষ্টি হয় তা নিষিদ্ধ।

৩। রাসূল (সা) বলেছেনঃ যে অহংকারের বশীভূত হয়ে টাকনুর নিচে কাপড় পরিধান করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তারদিকে (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বললেন নারীরা তাদের আঁচলকে কিরূপে রাখবে? রাসূল (সা) বললেন এক বিঘত পরিমাণ ঝুলিয়ে দিবে। তিনি বললেন ঃ তাহলে তো তাদের পা দেখা যাবে। রাসূল (সা) বললেন তারা এক হাত ঝুলিয়ে দিবে। এর চেয়ে বেশি করা যাবে না।

উক্ত হাদিস দ্বারা পা ঢাকা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। হাদিসটি প্রমাণ করে যে পা ঢাকা ওয়াজিব। মহিলা সাহাবীগণের নিকট ও বিষয়টি জ্ঞাত ছিল। নিঃসন্দেহে পা, মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় অপেক্ষা কম ফিতনা সৃষ্টিকারী অঙ্গ। তাই সামান্য জিনিস দিয়ে সতর্ক করা ইহার উপর বস্তু এবং যা হুকুমের দিক থেকে তার থেকে শ্রেয় এমন বিষয়কে সতর্কতার নামান্তর। যে অঙ্গ কম ফেতনার উদ্রেক করে তা খোলা রাখাকে শরয়ী হুকুম অনুমোদন করে না। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর হিকমত ও শরীআতের সাথে অসম্ভব অসঙ্গতিপূর্ণ।

৫। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের (নারী) কারো নিকট এমন মুকাতিব দাস থাকে যে তার নিকট পাওনা আদায় করে দিবে। সে যেন তার থেকে পর্দা করে। ইমাম তিরমিযী (রহ) হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

হাদিস থেকে উদ্ভূত যুক্তি প্রমাণ ঃ এরূপ দাবী করা যায় যে দাসের সামনে মুনীবার চেহারা খোলা জায়েয, যতদিন পর্যন্ত দাস তার মালিকানাধীন থাকবে। কিন্তু সে তার মালিকানা থেকে মুক্ত হওয়ার পর তার থেকে মুনীবার পর্দা করা ফরজ। কারণ এখন সে গায়র মুহরিম হয়ে গেছে। এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গায়র মুহরিম পুরুষদের থেকে নারীর পর্দা করা ফরজ।

৬। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা ইহরাম অবস্থায় রাসূল (সা) এর সাথে ছিলাম, তখন যাত্রীদল আমাদের পার্শ্ব দিয়ে যাওয়া-আসা করত। যখন তারা আমাদের নিকবর্তী হত তখন আমাদের একজন মাথা ও চেহারায় বড় চাদর ঝুলিয়ে দিত। তারা চলে যাওয়ার পর আমরা মুখমন্ডলের চাদর খুলে ফেলতাম। (আহমদ, আবুদাউদ ও ইব্ন মাজাহ)

"যখন তারা (যাত্রীদল) আমাদের নিকটবর্তী হত, তখন আমাদের একজন মাথা ও চেহারায় বড় চাদর ঝুলিয়ে দিত"। আয়েশা (রা) এর এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে, মুখমন্ডল ঢাকা ওয়াজিব। কারণ ইহরাম অবস্থায় মুখমন্ডল খোলা রাখা শরীআত সম্মত। যদি সে সময় মুখমন্ডল খোলার

পিছনে শক্তিশালী কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকত, তবে তা অবশ্যই খোলা থাকত এমনকি যাত্রীদলের সামনেও।

পূর্ব বক্তব্যের পর্যালোচনা ঃ অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে ইহরাম অবস্থায় নারীর মুখ খোলা রাখা ওয়াজিব। ওয়াজিবের বিরোধী কেবল আরেকটি ওয়াজিব হতে পারে। যদি গায়র মুহরিম পুরুষ থেকে পর্দা করা ও মুখ ঢাকা ওয়াজিব না হত তাহলে ইহরাম অবস্থায় মুখ খোলা রাখা, এ ওয়াজিব কাজটি ত্যাগ করা সহজ সাধ্য হত না, অথচ, বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে মুহরিম নারীকে (ইহরাম) নিকাব ও হাত মোজা পরতে নিষেধ করা হয়েছে। ইবন তাইমিয়া (রহ) বলেন ঃ এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে ইহরাম বাঁধে নাই এমন নারীদের মধ্যে নিকাব (ঘোমটা) ও হাত মোজা পরিধান প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাই তাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় ঢেকে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভাব করা হয়।

গায়র মুহরিম পুরুষদের থেকে নারীর মুখমন্ডল ঢেকে রাখা ও হিজাব ফরজ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস শরীফ থেকে ছয়টি দলিল পেশ করা হলো। তার সাথে আল কুরআন থেকে চারটি, মোট দশটি দলীল উপস্থাপিত হলো।

৩। কিয়াস ভিত্তিক দলীল

"পরিপূর্ণ শরীআত কর্তৃক আনীত সুবিবেচনা ও প্রবল ধারণা।" আর তাহলো কল্যাণ ও তার উপায় উপকরণের স্বীকৃতি, এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং অকল্যাণ ও তার উপায় উপকরণসমূহের অস্বীকৃতি ও তার প্রতি ধিক্কার। তা যে সকল কাজ মৌলিকভাবে কল্যাণকর কিংবা তার অকল্যাণের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত তা করার ব্যাপারে মানুষ আদিষ্ট, চাই তা হাঁসূচক হোক কিংবা পছন্দনীয় কাজ হোক। আর যে সকল কাজে মৌলিকভাবে অশুভ অকল্যাণকর কিংবা তার কল্যাণের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, এমন কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করা হয়েছে। চাই সে নিষেধাজ্ঞা তাহরীমা হোক আর তানবীহী হোক।

গায়র মুহরিম পুরুষদের সামনে নারীর মুখ খোলা ও বেপর্দা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে দেখতে পাব যে, এর মধ্যে অসংখ্য-অগনিত অনিষ্টতা শিকড় গেড়ে বসে আছে। যদি তাতে কোন কল্যাণ অনুমান হয় তবে তা একেবারেই যৎসামান্য, যা অকল্যাণ ও অনিষ্টতার সাগরে নিমজ্জিত। বেপর্দা ও মুখ খোলা রাখার কতিপয় অকল্যাণকর দিক নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

১। ফিতনা: নারী তার চেহারাকে সুসজ্জিত ও মনোরম করার মাধ্যমে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলে এবং মনোমুগ্ধকর মুখাবয়বে নিজেকে প্রকাশ করে। একাজটি ফিতনা-ফাসাদ ও অনিষ্টতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা হয়।

২। নারী থেকে লজ্জার বিলোপ: লজ্জা ঈমানের অঙ্গ এবং নারী স্বভাবের দাবী। লজ্জার ক্ষেত্রে নারীকে অনুপম দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বলা হয় ঃ লোকটি অন্তঃপূরের কুমারীর চেয়ে অধিক লজ্জাশীল। লজ্জা বিলোপের কারণে নারীর ঈমাণে ঘাটতি দেখা দেয় এবং সে তার সৃষ্টিগত স্বভাব থেকে বেরিয়ে পড়ে।

৩। নারী কর্তৃক পুরুষ সম্মোহিত হওয়া ঃ বিশেষ করে নারী যদি সুন্দরী-কামিনী, চটকদার, হাস্য-রসিক ও খেলতামাশা প্রিয় হয় তবে পুরুষ জাতি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। যেমনটি অধিকাংশ বেপর্দা নারীর মাঝে লক্ষণীয় বলা হয় ঃ

"প্রথমে নজর তারপর মুচকি হাসি তারপর সালাম

অতঃপর কালাম, তারপর প্রমিজ অতঃপর মোলাকাত"

শয়তান বনি আদমের রক্ত প্রবাহে চলাচল করে। এমন অনেক কথা, অনেক হাসি, অনেক আনন্দ যার দ্বারা পুরষ নারীর হৃদয়ে এবং নারী পুরুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। এই বন্ধনের মাধ্যমে এমন অনিষ্টতার জন্ম হয়েছে যার থেকে ফিরে আসা সম্ভব হয় না। এই অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা দরকার।

৪। পুরুষের সাথে নারীর মাখামাখি-দহরম-মহরম সম্পর্ক ঃ নারী যখন মুখ খোলা ও বেপর্দা হয়ে চলাফেরার ক্ষেত্রে নিজেকে পুরুষদের সমকক্ষ মনে করে তখন তার মধ্যে লজ্জা-শরম থাকে না। সে পুরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হতে লজ্জাবোধ করে না। যার ফলশ্রুতিতে অনেক মারাত্মক ফিতনা-ফাসাদের সূত্রপাত ঘটে।

একদা রাসূল (সা) মসজিদে যাচ্ছেন। পথিমধ্যে দেখলেন নারীরা পুরুষদের সাথে মিশে চলছে। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন হে নারীরা তোমরা দেরী কর। তোমাদের রাস্তাকে কোলে নেয়ার দরকার নেই। রাস্তার পার্শ্বদেশ দিয়ে হেঁটে চলো। তারপর নারীরা দেয়াল ঘেঁষে এমনভাবে হাটত যে তাদের পোশাক দেওয়ালের প্লাষ্টারের সাথে লেগে যেত। ইমাম ইব্‌ন কাছীর "ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে .....এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়া গায়র মুহরিম পুরুষদের থেকে নারীর পর্দা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে তার "আল ফাতাওয়া" নামক গ্রন্থে বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা সৌন্দর্যকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং গোপন সৌন্দর্য। স্বামী ও মুহরিম পুরুষ ছাড়া ও অন্যদের সামনে নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করা জায়েয। পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নারীরা জিলবাব (বড় চাদর) পরিধান না করে গৃহ থেকে বের হতো। পুরুষরা তাদের চেহারা ও হস্তদ্বয়

দেখত। সেই সময় তার জন্য মুখ ও হস্তদয় প্রকাশ করা জায়েয ছিল। হস্তদ্বয় ও মুখমন্ডল প্রকাশ করা জায়েয হওয়ার কারণে সে সময় তার দিকে দৃষ্টি দেওয়াও জায়েয ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পর্দার নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয় (আল আহযাব-৫৯)"। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নারীরা পুরুষদের থেকে পর্দা করতে শুরু করে।

অতঃপর ইব্ন তাইমিয়া (রহ) বলেন ঃ জিলবাব অর্থ হলো অবগুন্ঠন, বোরকা, নেকাব, চাদর। ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্যরা একে চাদর বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর সাধারণ নাম ইযার, এমন বড় চাদর যার দ্বারা মাথা সহকারে সারা শরীর ঢাকা যায়। তারপর বলেন তাদেরকে যাতে না চিনা যায় এ কারণেই জিলবাব পরিধান করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর মুখমন্ডলের পর্দা করলে কিংবা নিকাব দ্বারা মুখ ঢেকে রাখলে তার চেহারা চিনা যায় না। মুখ ও হস্তদ্বয় গোপন সৌন্দর্যের পর্যায়ে পড়ার কারণে গায়র মুহরিম পুরুষদের সামনে তা প্রকাশ করা জায়েয হবে না। ফলে গায়র মুহরিম পরুষদের জন্যে নারীর বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে দৃষ্টি দেওয়া বৈধ রহিল না। দ্বিতীয় মতটি ইব্ন মাসউদ এবং প্রথম মতটি ইব্ন আব্বাস (রা) উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেন ঃ উল্লেখিত দু'টি মতের বিশুদ্ধ মতে গায়র মুহরিম পুরুষদের সামনে তার হাত-পা ও মুখমন্ডল প্রকাশ করার অধিকার নেই। এটি এ সম্পর্কিত নসখের পরবর্তী বিধান দ্বারা সাব্যস্ত। উপরন্তু সে শরীরের পোশাক ছাড়া কিছুই প্রকাশ করতে পারবে না ("আল ফাতাওয়া" সর্বশেষ মুদ্রণ, পৃ. ১১০, খন্ড-২, মোট রচনাবলীর ২৩ তম খন্ড)।

উল্লেখিত খন্ডের (আল ফাতাওয়া) ১১৭ ও ১১৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ গায়র মুহরিম পুরুষদের সামনে নারীর হাত-পা ও মুখমন্ডল প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে অন্যান্য নারী ও মুহরিম পুরুষদের সামনে প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়নি।

একই খন্ডের ১৫২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ এ সম্পর্কিত বিধানের মৌলিকত্ব জানা দরকার। শরীআ'ত প্রবক্তার এ বিষয়ে দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে। এক, নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য- করণ, দুই, নারীর পর্দা। এই হলো শায়খ ইব্ন তাইমিয়া (রহ) এর বক্তব্য নিতে চলমান বিষয়ে হাম্বলী মাজহাবের পরবতী ফোকাহায়ে কেরামের

মতামত পেশ করা হলো ঃ

আল মুন্তাহা গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ গায়র মুহরিম নারীর দিকে নপুংসক, মাজবুব ও চোখমোদে যাওয়া ব্যক্তির দৃষ্টি দেওয়া হারাম। আল ইকনা গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ পুরুষের ন্যায় নপুংসক বা

খোজা ও মাজবুব ব্যক্তির গায়র মুহরিম নারীর দিকে তাকানো হারাম। উক্ত গ্রন্থের অন্য স্থানে বলা হয়েছে ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে স্বাধীন গায়র মুহরিম নারীর দিকে নজর দেয়া জায়েয নেই। তার চুলের দিকে দৃষ্টি দেওয়াও হারাম।

"মাতান আল দালীল" গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ নজর আট প্রকারের হয়ে থাকে।

প্রথমত ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের প্রয়োজন ব্যতীত (যদিও সে মাজবুব হউক) প্রাপ্ত বয়স্কা স্বাধীনা গায়র মুহরিম নারীর দিকে দৃষ্টি। তার জন্য নারীর কোন কিছুর দিকে এমনকি তার চুলের দিকে দৃষ্টি দেওয়াও জায়েয নেই।

শাফেয়ী মাজহাবের ফোকাহায়ে কেরামের মতে ঃ কুদৃষ্টিতে তাকালে কিংবা দৃষ্টিদানের মধ্যে ফিতনার আশংকা থাকলে সর্বসম্মতভাবে এ দৃষ্টি হারাম। কুদৃষ্টিতে না তাকালে কিংবা তাতে ফিতনার আশংকা না থাকলে এ ব্যাপারে শরহ আল ইকনা' গ্রন্থে তাদের থেকে দু'ধরনের বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। বিশুদ্ধ মতে, এ অবস্থায়ও দৃষ্টি দেওয়া হারাম। (মিনহাজ) গ্রন্থে তাই উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইমাম শাফেয়ী মুখ খুলে গৃহের বাহিরে না যাওয়ার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। কারণ নজর হলো ফিতনার সম্ভাব্য স্থান এবং কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "মু'মিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে"। ফিতনার দরজা বন্ধ করে দেওয়া এবং অবস্থার ব্যাপকতাকে পরিহার করা শরয়ী সৌন্দর্যাবলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

নাইলুল আওতার (মুনতাকা আল আখবার গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ) গ্রন্থে মুখ খোলা নারীদের গৃহের বাহিরে না যাওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের ঐক্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষত পাপিষ্ঠদের সংখ্যা বেশি হলে মুখ খুলে গৃহের বাহিরে চলাফেরা করা যাবে না। তৃতীয় ঃ মুখ খোলা রাখার পক্ষে মতামত প্রদানকারীগণের যুক্তি ঃ

যারা গায়ের মুহরিম নারীর মুখ ও হস্তদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া বৈধ মনে করেন, আমার জানা মতে তাদের মতের স্বপক্ষে কুরআন সুন্নাহের নিম্নোক্ত উদ্বৃতসমূহ দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।

১। আল্লাহর বাণী ঃ "তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে"। এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নারী যা প্রকাশ করতে পারবে তা হলো ঃ মুখাবয়ব, হস্তদয় এবং আংটি। ইবনে আব্বাসের উক্ত বাণীটি 'আমাস, সাঈদ ইবন যুবাইর (রা) এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন। আর সাহাবীদের তাফসীর হুজুত যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

২। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ হযরত আসমা বিনত আবু বকর পাতলা কাপড় পরিধান করে রাসুলের কাছে আসলেন, রাসূল (সা) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ হে

আসমা! নারী প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পর তার এই অঙ্গ ছাড়া আর কিছু দেখা জায়েয নেই। এই বলে তিনি নিজের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয়ের দিকে ইংঙ্গিত করলেন। (সুনানে আবু দাউদ)।

৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তার ভাই ফজল বিদায় হজ্বের দিন রাসূল (সা) এর উটনীর পিছনে বসা ছিলেন। তখন বনি খাশআ'ম গোত্রের একজন মহিলা আসল। ফজল তার দিকে তাকালেন, মহিলাটিও তার দিকে তাকালো। রাসূল (সা) ফজলের চেহারাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। উক্ত হাদিস প্রমাণ করে যে, মহিলাটি মুখ খোলা অবস্থায় ছিল। (সহীহ আল বুখারী)

৪। হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত ঈদের সালাত সংক্রান্ত রাসূল (সা) এর হাদিস। হাদিসটি নিম্নরূপঃ সালাত সমাপনান্তে রাসূল (সা) লোকদেরকে লক্ষ্য করে ওয়াজ নসীহত করলেন । অতঃপর মহিলাদের কাছে আসলেন। তাদেরকে লক্ষ্য করে ওয়াজ নসীহত করলেন। বললেন ঃ হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা সদকা কর। কারণ তোমাদের অধিকাংশই হলো জাহান্নামের ইন্ধন। তাদের মধ্য থেকে গাঢ় তামাটে রঙের কপোল বিশিষ্ট একজন নারী দাঁড়ালো .... (বুখারী)। যদি তার চেহারা খোলা না থাকত তবে জানা সম্ভব হত না যে তার কপোল তামাটে রঙের। আমার জানা মতে উল্লেখিত দলীল ক'টিকেও গায়র মুহরিম নারীর মুখমন্ডল খোলা জায়েযের পক্ষে পেশ করা হয়।

মুখ খোলার পক্ষে পেশকৃত দলীলগুলোর প্রতিউত্তর ঃ উল্লেখিত দলীলগুলো পূর্ব উল্লেখিত পর্দা ফরজ সংক্রান্ত দলীল গুলোর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তা দু'ভাবে হতে পারে ঃ

১। মুখ ঢাকা সম্পর্কিত দলিল মূলকে বহন করে আর মুখ খোলা সম্পর্কিত দলীল সমূহ মূলকে হেফাজত করে। এক্ষেত্রে উসূল শাস্ত্রবিশারদদের নিকট মূলকে বহনকারী দলীল অগ্রগণ্য। কারণ আসল মানে হলো কোন বস্তু তার মূলের উপর অবশিষ্ট থাকে। তাই মূলকে বহনকারী দলীল মূলের উপর হুকুম আপতিত হওয়া ও পরিবর্তন হওয়া এতদুভয়ের প্রমাণ করে। এ কারণে আমরা বলতে পারি যে বহনকারীর সাথে অতিরিক্ত জ্ঞান থাকে। আর তাহলো মৌলিক হুকুম পরিবর্তন সাব্যস্ত কারী। তাছাড়া হাঁবাচক বক্তব্য না বাচক বক্তব্যের উপর অগ্রগণ্য। এমনকি উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক ভাবে দলীল সমূহের সামঞ্জস্যতা মূল্যায়নেও সক্ষম হয়েছে।

২। মূখ খোলা জায়েয সংক্রান্ত দলিল সমূহের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যাবে যে সেগুলো নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত দলীলের সাথে সামঞ্জস্য রাখে না। নিম্নোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার আশা করা যায়।

প্রথমত ইবন আব্বাসের তাফসীরটিকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

ক) ইবন আব্বাস (রা) এর পেশ করা প্রথম তাফসীরটির উদ্দেশ্য পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থার উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমনটা উল্লেখ করেছেন শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়া। ইতোপূর্বে তাঁর কথা আলোচনা করা হয়েছে।

খ) এমন সৌন্দর্য উদ্দেশ্য হতে পারে যা প্রকাশ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। যেমনটা ইব্‌ন কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই দু'ধরনের সম্ভাবনাকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক পেশকৃত তাফসীর নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা সুদৃঢ় করে। আয়াতটি হলো ঃ হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মু'মিন স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। উল্লেখ্য, উক্ত আয়াতটি পর্দা ফরজ সংক্রান্ত তৃতীয় দলীল হিসেবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ) যদি তার (ইবন আব্বাস) তাফসীরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপরিউক্ত দু'টি সম্ভাবনার কোনটিই না মানা হয় তবে তার তাফসীর আবশ্যকীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য দলীল হিসেবে পেশ করা যাবে না। হ্যাঁ, যদি অন্য কোন সাহাবী তার তাফসীরের বিরোধিতা না করেন, সে ক্ষেত্রে দলীল হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যদি অন্য কোন সাহাবী তার বিরোধিতা করেন তবে দু' সাহাবীর দলীলের মধ্যে সেটাই গ্রহণ করা হবে যেটাকে অন্য দলীল প্রাধান্য দেয়। ইব্‌ন মাসউদ (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক পেশকৃত তাফসীরের বিরোধিতা করেছেন। যেমন ঃ ইবনে মাসউদ (রা) উক্ত আয়াতের তাফসীর করেছেন চাদর ও পোশাক দ্বারা। আর এগুলো স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়। তাই দু'জন সাহাবীর তাফসীরের মধ্যে অগ্রাধিকারের দিক খুঁজে এতদুভয়ের মধ্যে যেটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সেটির উপর আমল করতে হবে আর হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসটি দু'ভাবে দুর্বল (জয়ীফ)।

১। খালিদ ইবনে দুরাইক হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, অথচ হযরত আয়েশার সাথে তার সাক্ষাত হয়নি। যেমনঃ ইমাম আবু দাউদ স্বয়ং হাদিসটির শেষে বর্ণনা করে বলেন ঃ খালিদ ইবনে দুরাইক আয়েশা (রা) থেকে হাদিসটি শুনেননি। অনুরূপভাবে আবু হাতিম আল রাজি হাদিসটি রোগাক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

২। উক্ত হাদিসের সনদে দামেস্কের অধিবাসী সাঈদ ইব্‌ন বাশীর আন নাসরী নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, যাকে ইবন মাহদী মাতরুক বা পরিত্যক্ত বলেছেন। ইমাম আহমাদ, ইবনে মু'ঈন, ইবন আল মাদানী এবং ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। এ কথা প্রমাণ করে যে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসটি দুর্বল যা পর্দা ফরজ সংক্রান্ত সহীহ হাদিস সমূহের সমকক্ষ হতে পারে না।

তাছাড়া নবী (সা)-এর হিজরতের সময় আসমা বিনত আবুবকর (রা) এর বয়স ছিল সাতশ বছর। এই পরিণত বয়সে পাতলা কাপড় পরিধান করে মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় খোলা অবস্থায় রাসূল

(সা)-এর নিকট এসেছিলেন যা সুদূর পরাহত ব্যাপার। এ ব্যাপারে আল্লাহ অধিক ভালো জানেন। যদি এ ঘটনাটিকে সঠিক বলে ধরে নেয়া হয় তবে তা অবশ্যই পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার। কারণ পর্দা ফরজ সংক্রান্ত দলীলসমূহ মূল বহনকারী। তাই তা অগ্রগণ্য।

৩। ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদিস একথা প্রমাণ করে না যে গায়ের মুহরিম নারীর দিকে দৃষ্টি দেয়া জায়েজ। কারণ রাসূল (সা) ফযল (রা)-এর কাজকে স্বীকৃতি দেননি। উপরন্তু তার চেহারাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তাই ইমাম নববী (রা) সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমরা এ হাদিস থেকে যে ফায়দা পাই তাহলো গায়র মুহরিম নারীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া হারাম।

হাফেজ ইব্ন হজর "ফাতহুল-বারী" গ্রন্থে উক্ত হাদিসের ফায়দা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ এই হাদিস গায়র মুহরিম নারীদের দিকে দৃষ্টিপাত না করা এবং চক্ষুকে অবনমিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইমাম আইয়্যাছ (রহ) বলেন ঃ কেহ কেহ মনে করেন যে ফিতনার আশংকা না থাকলে নজর না দেওয়া ওয়াজিব নয়। তিনি আরো বলেন ঃ রাসূল (সা) ফযল (রা) এর চেহারাকে ঢেকে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা) এর এ কাজটি আমার কাছে তার কথা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। তার দৃষ্টিকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ করেছেন।

আর জাবীর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে ঘটনাটি কখন ঘটেছিল সে সময়ের উল্লেখ করা হয়নি। হতে পারে সেই মহিলাটি এমন বৃদ্ধা ছিল যে বিবাহের কামনা করে না। আর এমন মহিলার মুখ খোলা রাখা বৈধ। তাই এটা অন্যান্য নারীদের উপর পর্দার আবশ্যকতাকে নিষেধ করে না। কিংবা উক্ত ঘটনাটি পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগের। কারণ পর্দার বিধান সম্বলিত সূরা আল আহযাবের আয়াতসমূহ হিজরী ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষে অবতীর্ণ হয়। আর ঈদের সালাত প্রবর্তিত হয় ২য় হিজরীতে।

এখানে জেনে রাখা আবশ্যক যে আমরা হিজাবের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ের বিধান জানাতে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই আলোচনা দীর্ঘ করেছি। এ বিষয়ে বেপর্দার পক্ষাবলম্বনকারীগণ অনেক কথাই বলেছেন। তারা চিন্তা ও গবেষণার আলোকে এ বিষয়ের হক আদায়ে সচেষ্ট হননি। ন্যায়-ইনসাফের অন্বেষণে রত থাকা, কথা বলার পূর্বে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, বিরোধপূর্ণ প্রমাণাদির ব্যাপারে বিচারকের আসনে আসীন হওয়া, ইনসাফের দৃষ্টিতে দৃষ্টি দেওয়া, জ্ঞানের আলোকে রায় দেওয়া, অগ্রাধিকারযোগ্য হওয়ার পরই কেবল দু'পক্ষের যে কোন এক পক্ষকে প্রাধান্য দেওয়া, উপরন্তু সার্বিকভাবে হস্তগত প্রমাণাদির ব্যাপারে চিন্তা করা এবং দু'মতের বক্তব্যের কোন একটির প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উহার প্রমাণাদি সাব্যস্তকরণ ও অন্য মতের

বক্তব্যটির দলীলকে ছোট ও হেয় জ্ঞান করার ক্ষেত্রে অতিশয্য ও বাড়াবাড়ি না করা একজন গবেষকের আবশ্যকীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য । এ কারণেই জ্ঞানী-গুণীরা বলেছেন ঃ কোন বিষয়ে বিশ্বাস যাতে অনুসৃত না হয়ে যুক্তিপ্রমাণের অনুগামী হয়, সে জন্যে বিশ্বাসের পূর্বে সে বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরী । কারণ কোন বিষয় অবহিত হওয়ার পূর্বে উক্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন কখনো কখনো বিশ্বাসস্থাপনকারীকে তার বিশ্বাস বিরোধী কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান কিংবা প্রত্যাখ্যান সম্ভব না হলেও তাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধনে উদ্বুদ্ধ করে ।

কতেক এমন আছে, যারা অনেক দুর্বল হাদিসকে সহীহ হাদিস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার কারণে দলীল হিসেবে পেশ করা যায় না এমন অনেক সহীহ কুরআন- হাদিসের উদ্ধৃতিকে নিজেদের বক্তব্য প্রমাণিত করতে এবং বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ চাপিয়ে দেয় । এই নিজস্ব আকীদা-বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তিপ্রমাণ অনুসরণের অনিষ্টতা আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করছি ।

হিজাব ফরজ নয়, এ সংক্রান্ত বিষয়ে জনৈক লেখকের একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম । তিনি তার মতের স্বপক্ষে রাসূল (সা) এর কাছে হযরত আসমা বিনত আবু বকর (রা)-এর আগমনের ঘটনা, যা সুনানে আবু দাউদে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে তা দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন । সেখানে আসমাকে লক্ষ্যকরে রাসূল (সা) বলেছিলেন ঃ নারী প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পর তার শরীরের এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই দেখানো জায়েয নয় । এই কথা বলে রাসূল (সা) নিজের হস্তদ্বয় ও চেহারা মোবারকের দিকে ইংঙ্গিত করেন । প্রবন্ধের লেখক হাদিসটি সঙ্গীহ

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন ।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, তিনি কিভাবে হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলে মতামত ব্যক্ত করলেন । অথচ হাদিসটি জয়ীফ (দুর্বল) । ইমাম আবু দাউদ হাদীসটিকে মুরসাল ও মুনকাতি দোষে দুষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন । এতে সাঈদ ইবন বশীর আন নাসরী নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন । যার সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে । তাহলে লক্ষ্য করুণ কিভাবে তিনি হাদিসটিকে মুতাফাকুন আ'লাইহি বললেন? । আসলে ব্যাপরটি এরূপ নয় । হয়তো তিনি “মুত্তাকাফুন আলাইহি” দ্বারা প্রসিদ্ধ পরিভাষা, যে হাদিস বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন তা বুঝাতে পারেন । কিন্তু তাঁদের দু'জনের কেহই হাদিসটি বর্ণনা করেন নি । আর যদি তিনি “মুত্তাকাফুন আলাইহি” দ্বারা একথা বুঝাতে চান যে হাদিসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তবে বিষয়টি এরূপও নয় । কিভাবে তারা হাদিসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করবেন অথচ ইমাম আবু দাউদ (রহ) হাদিসটিকে মুরসাল বলে উল্লেখ করেছেন । হাদিসটির একজন বর্ণনাকারীকে ইমাম আহমদ (রহ) সহ অন্যান্য হাদিস শাস্ত্রবিদগণ জয়ীফ (দুর্বল) সনাক্ত করেছেন । মূল কথা

হলো প্রবন্ধকারের বিশ্বাসের প্রতি একপেশী মনোভাব ও অজ্ঞতাই তাকে এই বিপদাপদ ও ধ্বংসাত্মক কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল জাওজী (রহ) বলেন ঃ

যে দু'খন্ড কাপড় পরিধান করেও নগ্ন থাকে
লাঞ্ছনা অপমানে মৃত্যুমুখে পতিত হবে সে।
তার পরনে ছিল গন্ড-মূর্খতার পোশাক
গোড়ামীর পোশাক কতইনা নিকৃষ্ট পোশাক।
আর গৌরবের পোশাক নিয়ে আসে ইনসাফের বাণী
সে পোশাকে সজ্জিত কর স্কন্ধ আর দেহের পার্শ্বখানি।

যুক্তিপ্রমাণ অন্বেষণ ও পরিশুদ্ধকরণ এবং ইলম ছাড়া দ্রুত কথা বলার ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অক্ষমতা থেকে লেখকের সতর্ক হওয়া উচিত। অন্যথায় সে তাদের দলভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন ঃ অতঃপর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালিম কে হতে পারে যে ইলম ছাড়া মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না। (সূরা আনআম-১৪৪)

কিংবা সে যুক্তিপ্রমাণ ও মিথ্যা প্রতিপন্নকরণের উপায় উপকরণ অন্বেষায় ত্রুটি-বিচ্যুতি একত্রিত করে, যার উপর যুক্তিপ্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বিষয়টি একেবারে নিকৃষ্টতায় রূপান্তরিত হয়। তার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত বাণী প্রযোজ্য ঃ ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে বড় জালিম হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে এবং তার আনীত সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদের বাসস্থান।

হে আল্লাহ। তুমি আমাদেরকে সত্যকে সত্য জেনে অনুসরণ করার এবং মিথ্যাকে মিথ্যা জেনে বর্জন করার তাওফীক দাও। পরিচালিত কর তোমার সরল সঠিক পূণ্যপথে। তুমি তো দয়াবান, দানশীল। লাখো কোটি দুরুদ ও সালাম তোমার পেয়ারা হাবীব নবী-মুহাম্মদ (সা), তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবায়ে কেরাম এবং সকল উম্মতে মুহাম্মদীর উপর। তোমার কাছে এইতো মোদের মুনাজাত।